আধুনিক বিশ্বের চল্লিশজন নওমুসলিমের আত্মকাহিনি

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

আধুনিক বিশ্বের চল্লিশজন নওমুসলিমের আত্মকাহিনি

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-সম্পাদক, দার্শনিক আলেমে দীন
ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

আধুনিক বিশ্বের চল্লিশজন নওমুসলিমের আত্মকাহিনি

মূল	মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী
রাহনুমা প্রথম প্রকাশ	জুন ২০১৬
প্রকাশনা সংখ্যা	৫৬
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	ফারিয়া প্রিন্টিং প্রেস ৩/১, পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা- ১১০০
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ: ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ১৪০.০০ (একশ চল্লিশ টাকা মাত্র)

ADHUNIK BISSHER CHOLLISHJON NOWMUSLIMER ATTMAKAHINI
Written by : Mawlana Ubaidur Rahman Khan Nadwi
Marketed & Published by : Rahnuma Prokashoni. Price : Tk.140.00, US $ 10.00 only.

ISBN : 978-984-92211-5-9
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com

অর্পণ

বহু শতাব্দী পূর্বে
মুসলিম মধ্যএশীয় অঞ্চল থেকে
ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াতের পতাকা হাতে
বিজয়ী শাসকশক্তির উপদেশক রূপে
গজনী, হিরাট, কাবুল, সিন্ধু, দিল্লি, গৌড়, কেল্লাতাজপুরের
বর্ণাঢ্য দিনগুলো পেছনে ফেলে
অবশেষে
ষোড়শ শতকে শাসনক্ষমতা বঞ্চিত অবস্থায়
সুবে বাংলার মুল্‌কে ভাটিতে এসে
আজকের হাতকবিলায় বসতি স্থাপন করেন
আমার পূর্বপুরুষ।
বংশলতিকার ধারা পরম্পরার যে বিরাট এক অংশ
আমাদের পাঠান ঘরানার সংগ্রহে রয়েছে
এরও বহুপূর্বের সিঁড়ির
নাম না জানা যে পূর্বসূরি আমার সর্বপ্রথম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন
সেই সৌভাগ্যবান পথিকৃতের প্রতি—

প্রাসঙ্গিকী

কারও ইসলামগ্রহণের কাহিনি আমাকে যেভাবে নাড়া দেয় আর কিছুই হয়তো আমাকে এমন গভীরভাবে আন্দোলিত করতে পারে না। আমার হৃদয়-মন, অস্তিত্ব, উপলব্ধি সবকিছু আপ্লুত করে দেয় একটি মানুষের ইসলামগ্রহণ। আমি দেখতে পাই যে একটি মানবসন্তান অনন্তকালীন জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে জান্নাতের পথে উঠে এল। এরচেয়ে বড় পরম চরম চূড়ান্ত ও কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি এ বিশ্ব চরাচরে আর কী হতে পারে?

এ উপলব্ধি থেকেই আমার মনে নওমুসলিমদের বিশ্বাস, চেতনা ও মননের জগতে সংঘটিত বিপ্লবটির ইতিবৃত্ত শোনার, জানার এবং সংগ্রহের আজন্ম কৌতূহল। আর তাই কৈশোর থেকেই আমি এ সম্পর্কিত বই-পুস্তক, স্মৃতিচারণ ও রচনা-প্রবন্ধের একনিষ্ঠ পাঠক, তারুণ্যে মনযোগী সংগ্রাহক ও উদ্যমী অনুবাদক-সংকলক। তা ছাড়া পেশাগত জীবনে সম্পাদনা, লেখালেখি ও সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত হওয়ায় এ বিষয়ে ব্যাপক পড়াশোনা ও অনুসন্ধানেরও বিপুল সুযোগ আমি পাই। এসবের কল্যাণেই এ সংকলনটি তৈরি হতে পেরেছে।

এতে সন্নিহিত লেখাগুলোর সব কয়টি ১৯৮৫ থেকে '৯৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে স্বভাবতই বিদেশি ভাষার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী থেকে সংগৃহীত। বাংলা তরজমা ও সম্পাদনার পর এগুলো স্থানীয় পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

আশা করি সংকলনটি সুধী পাঠকসমাজকে উদ্দীপিত অনুভব ও প্রশান্তিময় প্রেরণা দিতে সক্ষম হবে। আমাদের সতর্ক প্রয়াস সত্ত্বেও কোনো ত্রুটি চোখে পড়লে ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইল। ইনশাআল্লাহ, সুযোগে সংশোধনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইসলামের গৃহে জন্ম নেওয়া যেসব অবুঝ মানুষ এর কদর করতে শেখেনি—বিশেষভাবে—তাদের প্রতি এ বইটি একটি খোলাচিঠির মতো। পার্থিব উন্নতি প্রগতি ও উৎকর্ষের ক্ষেত্রে বহুগুণ অগ্রসর অমুসলিমদের এসব উপলব্ধি ও মনোবিপ্লব-কাহিনি থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। পারেন সংশয়ের অরণ্য থেকে বিশ্বাসের বাগানে ফিরে যেতে।

আল্লাহ পাক এ সংকলনটি কবূল করুন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অশেষ সওয়াব দান করুন। বিশেষ করে আমার, আমার আব্বা-আম্মা, আত্মীয়-পরিজন ও সকল শুভার্থীর জন্যে এটিকে দোজাহানের কল্যাণ ও কামিয়াবীর ওসীলারূপে গ্রহণ করুন।

ঢাকা — বিনীত

২০ শে মার্চ ১৯৯৫ — উবায়দুর রহমান খান নদভী

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহ, বহুবছর পর বইটি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হলো। নানা কারণে কিছুকাল লেখালেখি ও প্রকাশনা থেকে খানিকটা দূরে সরে থাকতে হয়। রাহনুমার আগ্রহ ও সাথীদের উৎসাহে নতুন করে পুরোনো এসব বই আবার প্রকাশিত হলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে সব ধরনের কল্যাণে ভরপুর করে দিন।

বিনীত
উবায়দুর রহমান খান নদভী

মতিঝিল, ঢাকা
১০ রমযান, ১৪৩৭

সূচিপত্র

১. **কেবল ইসলামেই ছিল আমার সকল জিজ্ঞাসার জবাব—**
মার্কিন তরুণী ফ্যান মারিয়া—১৫

২. **আমি ইসলামের অমিয় সুধা পান করেছি—**
মার্ক এ্যান্টনিও, যুক্তরাস্ট্র—১৮

৩. **বুলগেরিয়ার পাদরি ঈসা এখন ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত**—২১

৪. **মনের গভীরে ঈমানকে লালন করেই ক্ষান্ত হয়েছি—**
ইসলামে দীক্ষিত একজন মহিলা ডাক্তারের কথা—২৩

৫. **নবীর জীবনকাহিনি শুনে হৃদয়ে আমার অঙ্কুরিত হয় ঈমানের প্রথম বীজ—**ফিলিপাইনের একজন নওমুসলিম মহিলার আত্মকথা—২৫

৬. আমেরিকার এক নওমুসলিম :
জীবন যার ইসলামের জন্যই নিবেদিত—২৮

৭. **খ্রিস্ট ধর্মযাজক হলেন ইসলাম প্রচারক**—৩১

৮. **আফ্রিকার একজন সেরা পাদ্রীর ইসলামগ্রহণ**—৩৬

৯. এক নওমুসলিমের অনুধাবন ঃ **ভোরের আযান আমাকে জাগিয়ে তুলেছে গোমরাহীর বেঘোর নিদ্রা হতে**—৩৮

১০. **মুষ্টিযুদ্ধের রিং ফেলে ইসলামী দাওয়াতের রিংয়ে প্রবেশ করেছি—**
মুহাম্মদ আলী ক্লে—৪১

১১. **ইসলামই দিয়েছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাবলীল গতিময়তা—**
ড. ইয়াসমিন প্যাটেল—৪৫

১২. **আযানের সুমধুর তান আমার মরমে পশে॥**

আচ্ছন্ন করে দেয় আমার সমস্ত অনুভূতি—
ফিলিপিনো তরুণী মরিয়ম লোপস—৪৮

১৩. **প্রখ্যাত জার্মান কূটনীতিক এখন ইসলামের সৈনিক**—৫১

১৪. **ইবরাহীম লুইমা : উগান্ডার খ্রিস্টান ধর্মযাজক এখন ইসলাম প্রচারক**—৫৬

১৫. **এ যেন স্বর্গীয় প্রশান্তি ঘেরা সুখী মানুষের একটি দল৷৷ অপার্থিব জগতে বিচরণ করছে এরা একাগ্রচিত্তে নিবিড় অনুভবে—**
জার্মান তরুণী আনা—৫৮

১৬. **আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে একদিন আমি খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করব—**
নাম ও পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন খ্রিস্টান—৬৩

১৭. **একটি স্বপ্ন আমার জীবনের মোড় পাল্টে দেয়—**
ড. ইসলামুল হক—৬৮

১৮. একজন রাষ্ট্রনায়ক ও তাঁর পরিবারবর্গের মনোজগতে সংঘটিত বিপ্লব
তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ারেরের সপরিবারে ইসলামগ্রহণ—৭২

১৯. **মহিলাটির চেহারায় ক্রুশচিহ্ন ছোঁয়াতে গিয়ে আচমকা আমি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ি—**
আফ্রিকা ও পশ্চিমএশীয় খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থার প্রধান পাদরি—৭৬

২০. **যীশু খোদার পুত্র এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না—**
ফিলিপাইনের খ্রিস্টান ধর্মযাজক—৭৯

২১. **পাশ্চাত্য দুনিয়া সকল সুকর্ম ও ভাল ধারণা ইসলাম থেকে ধার নিয়েছে—**ইউসুফ ইসলাম—৮২

২২. **আল্লাহ সম্পর্কে ইসলামের স্পষ্ট স্বচ্ছ ও সুন্দর ধারণা আমাকে প্রাণিত করে**—স্যার আরচি হেমিলটন, ইংল্যান্ড—৮৫

২৩. **আমেরিকার মানুষের জীবনযাত্রাই আমাকে নতুন পথে**

চলতে বাধ্য করেছে—ড. যায়েদ, যুক্তরাস্ট্র—৮৮

২৪. **গির্জার অভ্যন্তরেই কেন ছোপ ছোপ অন্যায়-অপকর্ম**—
বার্টেন ক্যালি—৯০

২৫. **ইসলামের ছোঁয়ায় যেন আমার জীবন ভরে ওঠে সীমাহীন ঐশ্বর্যে**—
ওলন্দাজ সেনাবাহিনীর মহিলা জিমনেশিয়ান হেরিতকোর—৯৪

২৬. **ইসলামের শিক্ষা আমার অন্তরকে আলোকিত করেছে**—
বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন মাইক টাইসন—৯৬

২৭. **কোনো খ্রিস্টান যদি পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে কুরআন অধ্যয়ন করে তাহলে সে অবশ্যই ইসলামগ্রহণ করবে**—
ফরাসী খ্রিস্টান হেনরি—৯৮

২৮. **আমি দেখতে পাই চৌদ্দশ বছর আগে অবতীর্ণ কুরআন আধুনিক বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণার সাথে মিলে যায়**—
আলী সালমান বেনোইস্ট—১০৩

২৯. **ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে তা দেখে যে কেউ বিস্মিত হবে**—
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন লেডি ডাক্তার—১০৫

৩০. **সাংবাদিকের প্রশ্ন থেকে যিনি সত্যের সূত্র লাভ করেন**—১০৯

৩১. **কৃষ্ণ মহাদেশের প্রভাবশালী খ্রিস্টান ধর্মযাজকের ইসলামগ্রহণ**—১১২

৩২. **আমি কেন ইসলামগ্রহণ করলাম?**—ড. সারা নেলসন—১১৮

৩৩. **মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে ইসলামগ্রহণ**—
ভারতীয় পণ্ডিত ড. মালিক রামের শুভ জীবনাবসান—১২১

কেবল ইসলামেই ছিল আমার সকল জিজ্ঞাসার জবাব

—মার্কিন তরুণী ফ্যান মারিয়া

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের একটি খ্রিস্টান গির্জার ধর্মযাজকের ভাগ্নি ছিলেন 'ফ্যান মারিয়া'। খ্রিস্টবাদের অসারতা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ত্রিত্ববাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসে মনের কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাননি তিনি। তাই ধর্ম নিয়ে গভীর অধ্যয়নের পথ ধরে ছুটে এসেছেন ইসলামের হৃদয়স্পর্শী শীতল ছায়াতলে। সত্যধর্ম ইসলামে সকল হৃদয়াবেদনের খোরাক পেয়ে তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি। মুহূর্তে খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলামগ্রহণ করে নিয়েছেন দ্বিধাহীন চিত্তে, পেয়েছেন পরম প্রশান্তির সন্ধান।

তিনি খুঁজে পেয়েছেন তার সন্ধানী বিবেকের সকল জিজ্ঞাসার জবাব। তাই তিনি আজ একজন মুসলিম মহিলা। ইসলামগ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় 'আমিনা মরিয়ম'। তাঁর ইসলামগ্রহণের মাহফিলে তাঁর সাথে উপস্থিত তাঁরই বান্ধবীদের পছন্দ করা এ নাম। এখন তিনি যুক্তরাস্ট্রের টেক্সাসের একটি মুসলিম মহিলা সংস্থায় কর্মরত আছেন। গত কিছুদিন আগে তিনি পবিত্র উমরাহ পালনের জন্য মক্কা মোকাররমায় গমন করেন। এ সময় একটি আরবী দৈনিকের শুক্রবাসরীয় আয়োজন 'আল-উম্মাতুল ইসলামিয়া'-এর পক্ষ থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হলে তিনি স্বীয় ইসলামগ্রহণের কাহিনি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন। এখানে সেটির বাংলা ভাষ্য উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য, ইসলামগ্রহণের পর রাবেতা আলমে ইসলামীর অধীন ব্রাসেলসের একটি ইসলামী কেন্দ্রে দায়িত্বরত মুহাম্মদ ইবনে বদরুদ্দীন-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

আমিনা মরিয়ম বলেন, আমেরিকার এক রক্ষণশীল ক্যাথলিক পরিবারে আমার জন্ম ও বড় হওয়া। খ্রিস্টবাদের ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস যখন আমার বুদ্ধি থেকে উবে যেতে লাগল, তখন আমি একটি ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। আমি তাই

নানা ধর্মবিশ্বাসের প্রচুর বই পড়তে ব্রতী হই। এ সময় খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে আমার জ্ঞান আরও গভীরতায় পৌঁছে। কিন্তু তা আমাকে এ ধর্ম থেকে সরে আসা বৈ আর কিছুই দিতে পারছিল না। যত সব ভ্রান্তি এতে আমি লক্ষ করেছি, আমার বিবেক তা সততই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ফলে এ অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে আমি কী করে মুক্তি পাব সে চিন্তায় ব্যাকুল ও বিভোর হয়ে যাই। কেবলই ভাবতে থাকি, কীভাবে আমি সন্ধান পাব সত্য-সুন্দর কোনো সঠিক ধর্মের—যা হবে বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ। এ সময় দারুণভাবে চুরমার হয়ে গিয়েছিল আমার ক্যাথোলিক ধর্ম বিশ্বাসের ভিত। আল্লাহর করুণা, তখনই আমি পরিচিত হই কয়জন মুসলিম বান্ধবীর সাথে; আর ধর্মসংক্রান্ত যেসব বিষয়ে মন আমার দোদুল্যমান ছিল সেসব সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্ন আমি তাদের কাছে উপস্থাপন করি। তারা আমার এসব প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দেয় এবং আমাকে ইসলামের বিধানাবলি বোঝাতে শুরু করে। আমি দেখলাম ইসলামের মূল হলো, এক আল্লাহর ইবাদত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত জীবনচরিত সম্পর্কেও আমি অবগত হই। তখন আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে অন্তরের কালিমা কেটে যেতে থাকে। এভাবে এক বছর পড়াশোনা ও তথ্যানুশীলনের পর আমি প্রশান্তচিত্তে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে ইসলামই হচ্ছে আমার সে কাঙ্ক্ষিত সত্যধর্ম ও একমাত্র সঠিক জীবনপদ্ধতি। ইসলাম ছাড়া পৃথিবীতে আর যা আছে, ধর্মের নামে তা সবই আমার কাছে ভ্রান্ত প্রতীয়মান হয়। এ দীর্ঘ সময় ধরে আমি আমার শহর ক্যালিফোর্নিয়ার একটি মসজিদেও যাতায়াত অব্যাহত রেখেছিলাম। মসজিদটির ইমাম সাহেবকে আমি চিনতাম। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ইংরেজিতে অনূদিত বই দিয়ে আমার সহায়তা করতেন ও সাহস যোগাতেন। একদিন তাঁর কাছেই উপস্থিত হয়ে আমি ইসলামগ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করি। আল্লাহর প্রশংসা যে তিনি আমাকে ইসলামের কালেমা পড়ান। শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেব আমাকে জামাল বদুভীকৃত পবিত্র কুরআনের একটি অনুবাদ ক্যাসেট উপহার দেন। ঈমানের পথে অগ্রসর হতে এটি আমার উত্তম সহায়ক হয়েছিল।

আমিনা মরিয়ম বলেন, মুসলিম সমাজে বাস করে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি নিজ পরিজন ও আপন বোনদের সাথেই রয়েছি। আল্লাহ আমাকে এমন

একজন স্বামীও মিলিয়ে দিয়েছেন যিনি দ্বীন সম্পর্কে জানতে আমাকে সতত সহায়তা করেছেন এবং একটি মুসলিম পরিবারে জীবনযাপনের সকল সুবিধা আমায় দিচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, আমার মামা ছিলেন গির্জার প্রধান পুরোহিত। ইসলাম সম্পর্কে আমার অনুসন্ধিৎসা জাগার পর তিনি উৎকণ্ঠিত হন। ইসলাম একটি কঠোর, কৃচ্ছ্রতা ও সন্ন্যাসবাদের ধর্ম বলে পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হয়। আমি তখন এসব অলিক কথার প্রতিবাদ জানাই। কারণ, ইসলাম তা নয়। তদুপরি আমার বিশ্বাসের প্রত্যয় তথা ঈমানী শক্তি ছিল প্রবল। তাই আমি আঁকড়ে থাকতে পেরেছি আল্লাহর দ্বীনকে। তা ছাড়া আমার পিতা বলতেন, ধর্মের বিষয়টি নেহাত ব্যক্তিগত ব্যাপার, যা আমার সত্যসন্ধানের পথকে আরও সুগম করেছিল। ■

আমি ইসলামের অমিয় সুধা পান করেছি

-মার্ক অ্যান্টিনিউ, নিউইয়র্ক

আমার চেহারা ও হাবভাব দেখে যখন আমার বাবা আমার ইসলামগ্রহণের কথা বুঝতে পারলেন তখন তিনি আমাকে বললেন, তাহলে তুমি কি আরবী হয়ে গেলে?

আমি বললাম, আরবী না, মুসলমান হয়েছি।

তারপর বাবা আমাকে বললেন, 'মার্ক অ্যান্টনিউ ওটার্স' এই চমৎকার নামটি আমি তোমার জন্য নির্বাচন করেছিলাম আর তুমি কিনা আবদুস সালাম আবদুল্লাহ মুহাম্মদ নাম দিয়ে তা পরিবর্তন করলে?

পিতা-পুত্রের এই ঐতিহাসিক সংলাপ উপহার দিয়ে জনাব আবদুস সালাম তাঁর সাক্ষাৎকার শুরু করেন। ঈমানের পথে তার আগমন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, আমি নিউইয়র্ক শহরের বাসিন্দা একজন সাধারণ যুবক। আজ আমি আল্লাহর পথের একজন পথিক। এটাই আমার জীবনের পরম আনন্দ।

মার্ক অ্যান্টনিউ-এর মাথার ঘন কালো চুল। চুলের সিঁথিটাও খুব চমৎকার। তিনি বলেন, আমি বাস করতাম কলুষিত সমাজে। ভোগ ও লালসার সাগরে আমি ছিলাম প্রায় নিমজ্জিত। ভোগের দুনিয়ার সার্বক্ষণিক বাসিন্দা ছিলাম আমি। আমি মনে করতাম অবাধ যৌনতা, নারী আর মদই তো চিত্তবিনোদনের বিকল্পহীন পন্থা। জীবনের সাফল্য তো এ সবের মধ্যেই নিহিত। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমার জীবনের একটা অংশ কাটে। যুদ্ধের ভয়াল বিভীষিকা আমাকে কখনো কখনো শঙ্কিত ও উদাসীন করে তুলত। সে অস্থিরতা থেকে আমি কিছুতেই মুক্ত হতে পারতাম না। যখন আমি

ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতিচারণ করতাম, ব্যাকুল হয়ে পড়তাম, এ অবস্থায় আমি ভোগের মাঝে হারিয়ে যেতাম। আর মনে মনে ভাবতাম যুদ্ধে তো অনেককে হত্যা করেছি, আমি তো খুনি।

এ খুনি কোথায় ঠাঁই নেবে?
আমি কোথায় যাব?
মৃত্যুর পর আমার কী হবে?

আমার চিন্তার জগতে এমন কতকগুলো প্রশ্ন আন্দোলিত হতো। সেগুলো আমাকে শুধু বিব্রতই করতো না, শঙ্কিতও করে তুলত। বিশেষ করে আমার মনে যখন এ কঠিন প্রশ্নগুলো আঘাত হানতো তখন আমার বিবেক আমাকে বলত, এ জীবনের বাস্তব সত্য কী, তা জেনে নাও। শান্তির সন্ধান কর।

আবদুস সালাম আরও বলেন, আমি ক্যাথোলিক গির্জার পাদরির কাছে গেলাম। পিতা ছিলেন ক্যাথোলিক খ্রিস্টান। আমি ক্যাথোলিক ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলাম; কিন্তু তিনি আমাকে কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না। তিনি বললেন, এসবের জ্ঞান স্রষ্টার কাছে। এসব কথা শুনে আমি আরও বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়লাম। আশ্চর্য হয়ে বললাম, আপনি ধর্মগুরু। ক্যাথোলিকদের শেষ আশ্রয়। আপনিই যখন আপনার ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং সত্যধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুই জানেন না, তখন আমার মতো সাধারণ মানুষেরা আপনার কাছে কী আশা করতে পারে?

এরপর থেকে আমি আমার জীবনের পরম লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলাম।

এরপরই আমি আমার কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করি। ধর্মীয় ম্যাগাজিন পাঠ করতে থাকি। সত্যানুসন্ধানে ব্যাকুল মন আমার ছুটে গেল নিউইয়র্কের পবিত্র প্রিন্স মসজিদে। সেখানে আমি সাক্ষাৎ পেলাম আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ার শেখ আবদুল লতীফের। আন্তরিকভাবে আমাকে তিনি ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করলেন। তাঁর চমৎকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমার দেমাগের মরিচা অপসৃত করল। এ সাক্ষাতের চার মাস পর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৭৩ সালে।

এরপর থেকে আমি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম এবং নিকট আত্মীয়দের মাঝে দাওয়াত দিতে লাগলাম। কিন্তু তাদের মাঝে আমি কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারলাম না। এরপর আমি ব্রাজিল চলে গেলাম এবং সেখানে আমি তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে নিবেদিত কয়েকটি ইসলামী সংস্থার সাথে অবস্থান করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে জনৈকা মুসলিম মহিলাকে বিবাহও করলাম।

পরবর্তীতে আমি ইসলাম ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য সৌদি আরবে চলে আসি।

ইসলাম আমাকে শান্তি দিয়েছে, পথের সন্ধান দিয়েছে সত্যকে বুঝবার এবং সত্যপথে চলার তাওফিক দিয়েছে। আমি ধন্য। ■